FEB. 25 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

কথিত রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলনা ভার্সিটিও সেশনজটের রাহুগ্রাসে পড়ল

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ কথিত রাজনীতিমুক্ত ও সেশনজটবিহীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েও সেশনজটের রাহুগ্রাসে পড়েছে। জীববিজ্ঞান অনুষদের তিনটি ডিসিপ্লিন ইতোমধ্যে এক সেমিস্টার পিছিয়ে পড়েছে। বাকি সকল ডিসিপ্লিনই মোটামুটি ২ মাস পিছিয়ে পড়েছে। এদিকে শিক্ষার্থীরা তাদের তিন দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তৃতীয় দিনের মতো মঙ্গলবার তাদের ক্লাস বর্জন করেছে। জুনিয়র ছাত্ররা বলছে, সিনিয়রদের চাপে তারা ক্লাস করতে পারছে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, জীববিজ্ঞান অনুষদের তিনটি ডিসিপ্লিন বায়োটেকনোলজি, ফার্মেসি এবং এগ্রোটেকনোলজির নির্ধারিত যে পরীক্ষা আগস্টে শেষ হওয়ার কথা ছিল, বায়োটেক এবং ফার্মেসির সেই পরীক্ষা আজও শেষ হয়নি। এগ্রোটেকনোলজির পরীক্ষা হয়েছে গত জানুয়ারিতে। এই অনুষদের অন্যান্য ডিসিপ্লিনের পরীক্ষাসমূহ নবেম্বর-ডিসেম্বরে শেষ হলেও আজ অবধি নতুন সেমিস্টারের ক্লাস শুরু হয়নি। মাস্টার্স কোর্স চালুর দাবিতে ছাত্রদের ক্লাস বর্জন এই পিছিয়ে পড়ার মুখ্য কারণ বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী জুলাই-আগস্ট বছরে ৬ মাস মেয়াদে দু'টি সেমিস্টার শেষ করার কথা। পরীক্ষা ও অন্যান্য কারণে দেখা যায়, ৬ মাসের সেমিস্টার কোর্স ৪ মাসে শেষ করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝেই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অশান্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। এসবের মধ্যে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা অনুষদের শিক্ষার্থীরা সিএসই ডিসিপ্লিন প্রধানের অপসারণের দাবিতে, এফএমআরটি এবং বায়োটেকনোলজি ডিসিপ্লিনে মাস্টার্স কোর্স চালুর দাবিতে, ছাত্রী হলের নামকরণের উদ্যোগের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করেছে।

সাম্প্রতিককালে ছাত্রীদের আবাসন সমস্যার সমাধান দাবিতে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন শুরু করে। এরই এক পর্যায়ে গত ২১ জানুয়ারি উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের হাতে শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হন। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। দ্বিতীয় সমাবর্তনকে সামনে রেখে ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হলেও ছাত্ররা ক্লাসে ফিরে যায়নি। সেদিন তারা ছাত্রবিষয়ক পরিচালকের মাধ্যমে ভিসির নিকট ৩ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেয়। তাদের দাবিগুলো হচ্ছে, ২১ জানুয়ারির ঘটনায় প্রহসনের মাধ্যমে ছাত্রদের বিরুদ্ধে নেয়া শাস্তি প্রত্যাহার, ট্রেজারারের পদত্যাগ এবং আবাসন সমস্যার সমাধান। এবারকার এই ক্লাস বর্জনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে বিবিএ'র ছাত্রছাত্রীরা।